দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 1 8 2001
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৪

# তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ ॥ শিক্ষকরা আন্দোলনে যাবেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত গড়াচ্ছে। জানা গেছে, দেশের প্রায় দু'হাজার কলেজের বিরোধী জোট সমর্থক শিক্ষকরা এই নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচারণার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে'— এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নিয়োগের ঘটনা সামনে আনা হবে। এর সঙ্গে আসবে গত ৩/৪ বছরে নজিরবিহীন নকলের মহোৎসবের বিষয়টি। এদিকে চলতি মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক শোরগোল হতে পারে বলে জানা গেছে। বিরোধীদলীয় সদস্যরা উপাচার্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বোনের পরীক্ষার নম্বর টেম্পারিং এবং উপাচার্যের নিয়োগদানের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লুকোচুরির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নিয়োগের সূত্র ধরে জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। তাঁকে নিয়োগ দেয়ার পর আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকরা জাতীয় নির্বাচনে কোন প্রকার সহায়তা করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবার বিরোধী দলের শিক্ষকরা বিষয়টি লুফে নিয়েছেন। জানা গেছে, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু গোপনীয়তা অবলম্বন করে। নিয়মানুযায়ী মন্ত্রণালয় থেকে একাধিক প্রার্থীর নাম, জীবনবৃত্তান্ত ও সামারি (সারসংক্ষেপ)সহ চ্যান্সেলরের (প্রধানমন্ত্রী) কাছে পাঠাতে হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় শুধু দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নাম পাঠায় এবং নামের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত পাঠায়নি। ডঃ ভট্টাচার্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার সময়ে দেয়া সিভিতে দেখা যায়, তিনি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক দ্বিতীয় বিভাগ, '৬০ সালে আইকম-এ তৃতীয় বিভাগ, '৬২ সালে বিকম (পাস)-এ অটো প্রমোশন, '৬৪ সালে এমকম-এ ২য় শ্রেণী, '৬৬ সালে এমএ অর্থনীতিতে ৩য় শ্রেণীতে পাস করেন। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইতোপূর্বে বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হলেও গত ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত হয়। বিষয়টি জনকণ্ঠসহ কয়েকটি দৈনিকে ছাপা হলে উপাচার্যের দুর্বলতা ঢাকতে বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েক লাখ টাকার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

## বিরোধী জোট সমর্থক শিক্ষকদের ব্যাপক প্রস্তুতি

অধ্যাপক দুর্গাদাসের নিয়োগ প্রসঙ্গে এক প্রগতিশীল, নিরপেক্ষ শিক্ষক বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এত লো-কোয়ালিফাইড শিক্ষক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাননি। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, এমনকি বাংলাদেশ আমলেও এ ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি। 'উপাচার্য পদটি রাজনৈতিক, সেক্ষেত্রে যেকেউ নিয়োগ পেতে পারেন'— এ বিষয়ে মন্তব্য করতে বসলে এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, মত পথের ভিন্নতা সকল উপাচার্যেরই ছিল এবং আছে। কিন্তু কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ইতোপূর্বে প্রশ্ন তোলা যায়নি। আওয়ামী লীগ সমর্থক এক শিক্ষক বলেন, বর্তমান সরকারের সমর্থক শিক্ষকদের আকাল পড়েনি যে, যেকাউকে ধরে উপাচার্য বানাতে হবে। আশা করি প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন।